জোড়া গোলে নায়ক মেসি, জয়ী মায়ামি

আজকালের প্রতিবেদন

মেজর লিগ সকারে মেসি–ম্যাজিক অব্যাহত। কলম্বাস ক্রু–কে ৫–১ ব্যবধানে হারানোর দিন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির নামের পাশে জোড়া গোল ও জোড়া অ্যাসিস্ট। এই নিয়ে পরপর দু'ম্যাচে জোড়া গোল ও একটি অ্যাসিস্ট করলেন লিওনেল মেসি। কলম্বাসের বিরুদ্ধে ১৫ ও ২৪ মিনিটে গোলগুলি করেন। পাশাপাশি ১৩ মিনিটে তাদেও আলেন্দে ও ৮৯ মিনিটে ফাফার গোলের ক্ষেত্রে ফাইনাল পাস তাঁর পা থেকেই এসেছিল। ৬৪ মিনিটের মাথায় লুই সুয়ারেজের গোলটির ক্ষেত্রে তাঁকে কেন্দ্র করেই বিল্ড আপ শুরু হয়।

কয়েকদিন আগেও দলের টানা ব্যর্থতার জেরে আঙুল উঠেছিল লিওর দিকে। সেই তিনিই দলকে জয়ের সরণিতে ফেরালেন। চলতি মরশুমে ইতিমধ্যেই ১০টি গোল করে ফেলেছেন। লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন মেসি। সবমিলিয়ে ১৬ গোলের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান রয়েছে, যা চলতি লিগে সর্বাধিক।

বার্সিলোনা ও জাতীয় দল মিলিয়ে প্রায় একদশক মেসির সঙ্গে ড্রেসিংরুম ভাগ করেছেন জাভিয়ের মাসচেরানো। তিনিই এইমুহূর্তে মায়ামির কোচ। ম্যাচের পর মেসির প্রশংসায় বললেন, 'শ্রেষ্ঠ ফুটবলারকে খেলতে দেখা তৃপ্তিদায়ক। তাই যেদিন ও ব্যর্থ হয়, সেদিন মনে করতে হবে ওর পাশে খেলা কেউই নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারেনি।'

গোলের পর মেসি। ছবি: এএফপি

অতীত তাতাচ্ছে সুনীলদের

আজকালের প্রতিবেদন

থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে ভারত নামবে ৪ জুন। ভারত–থাইল্যান্ডের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেক পুরনো। মুখোমুখি সাক্ষাতে ভারতের থেকে এগিয়েই রয়েছে থাইল্যান্ড। এই মুহূর্তে ফিফা ক্রমতালিকায় ভারত রয়েছে ১২৭ নম্বরে। থাইল্যান্ডের অবস্থান সেখানে ৯৯। শেষ দুটি সাক্ষাতে অবশ্য ভারতই জিতেছে। ২০১৯ সালে এএফসি এশিয়ান কাপে ৪–১ ব্যবধানে থাইল্যান্ডকে হারিয়ে দিয়েছিল ভারত। সেই ম্যাচে জোড়া গোল করেছিলেন সুনীল ছেত্রি। অতীতের সেই ফলাফল এবং নিজের পারফরমেন্সই আগামী ম্যাচের আগে তাতাচ্ছে সুনীলকে।

থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচের আগে সুনীল বলছেন, 'সেই ম্যাচে দল অসাধারণ ফুটবল খেলেছিল। আক্রমণ থেকে রক্ষণ, প্রতিটি বিভাগে আমরা সবাই মিলে লড়াই করেছিলাম। থাইল্যান্ড আমাদের থেকে সেই সময় অনেক এগিয়ে ছিল। তবু সুবিধা করতে পারেনি। বরং আন্ডারডগ অবস্থা থেকে আমরাই ম্যাচটি জিতেছিলাম। সেই খেলা এখনও মনে আছে। সেখান থেকেই আমরা জয়ের অনুপ্রেরণা নিচ্ছি।'

ভারতীয় উইঙ্গার লালিয়ানজুয়ালা ছাঙতেও নিজেদের উপর বিশ্বাস রাখছেন। থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে তিনি বলছেন, 'থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে আমরা অনেকবার খেলেছি। ওরা যথেষ্ট ভাল দল। বলের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের দখলে রেখে খেলতে পছন্দ করে। তবে আমরা নিজেদের নিয়েই ভাবতে চাইছি। পুরো বিষয়টাই নির্ভর করছে অনুশীলনে আমরা যা যা করছি, সেগুলো কতটা ভালভাবে মাঠে বাস্তবায়িত করতে পারি। যদি সেটা সম্ভব হয়, তাহলে থাইল্যান্ড এবং হংকং দুটো দলকেই আমরা হারানোর ক্ষমতা রাখি।' সবমিলিয়ে হংকং ম্যাচের আগে থাইল্যান্ডকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে থাকাই এখন লক্ষ্য ভারতীয় দলের ফুটবলারদের।

ইতিহাসে পিএসজি। ইন্টার মিলানকে হারিয়ে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়। খেতাব নিয়ে উচ্ছ্বাস ডোনারুমা–হাকিমিদের। ছবি: এএফপি

পাঁচ গোলায় ফরাসি বিপ্লব

৫ পিএসজি
হাকিমি, ডুয়ে ২, কভারাতস্কহেলিয়া, মায়ুলু

০ ইন্টার মিলান

আজকালের প্রতিবেদন

মিউনিখের মাঠে যতবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল আয়োজিত হয়েছে, প্রতিবারই নতুন চ্যাম্পিয়নের দেখা মিলেছে। পুরনো সেই রেকর্ড অক্ষত রইল ২০২৪–২৫ মরশুমেও। শনিবার ভারতীয় সময় মধ্যরাতে মিউনিখের আলিয়াঞ্জ এরিনায় ইন্টার মিলানকে ৫–০ ব্যবধানে পরাজিত করে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেতাব ঘরে তুলল প্যারিস সাঁ জাঁ। শুধু হারানোই নয়, বিপক্ষকে রীতিমতো গুঁড়িয়ে দিয়ে ফ্রান্সের দ্বিতীয় দল হিসেবে দাপুটে জয় তুলে নিল পিএসজি। অতীতে মেসি–এমবাপে–নেইমার সংবলিত তারকাখচিত দল যা পারেনি, ডুয়ে–ডেম্বেলে–হাকিমিদের নিয়ে সেটাই সম্ভব করে দেখালেন কোচ লুই এনরিকে।

ম্যাচের শুরুতেই খেলার ছন্দ বেঁধে দিয়েছিলেন পিএসজি ফুটবলাররা। খেলার রাশ নিজেদের দখলে রাখার যে পরিকল্পনা এনরিকে করেছিলেন, সেটাই প্রথম মিনিট থেকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে দেখা গেল ডেম্বেলেদের। সতীর্থদের মধ্যে একাধিক পাস খেলে আক্রমণ গড়ার এই প্রক্রিয়া বারবার মনে করাচ্ছিল পেপ গুয়ারদিওলার সময়ের বার্সিলোনাকে। বিপক্ষের বক্সে কে আক্রমণ শেষ করবেন, তা আগে থেকে প্রতিপক্ষকে বোঝার সুযোগই দিলেন না পিএসজি ফুটবলাররা। এভাবেই ১২ মিনিটের মাথায় এল প্রথম গোল। রাইট ব্যাক থেকে উঠে গিয়ে বল জালে জড়ালেন আশরাফ হাকিমি। ফাঁকা জায়গায় তাঁকে বল সাজিয়ে দিয়েছিলেন ডেজিরে ডুয়ে। উনিশ বছর বয়সি ডুয়েই এদিন শেষ করে দিলেন মিলানকে। ২০ মিনিটে স্কোরশিটে নাম তুলে ফেলেন তিনিও। এরপর ম্যাচ যত সামনের দিকে গড়াল, ততই মিইয়ে গেল মিলান ব্রিগেড। সেমিফাইনালে লাওতারো মার্তিনেজদের যে রূপে দেখা গিয়েছিল, এদিন তার ছিটেফোঁটাও চোখে পড়ল না।

বিরতির পর মাঠের দু'অর্ধ জুড়েই দাপিয়ে বেড়ালেন ফরাসি ক্লাবের ফুটবলাররা। ৬৩ মিনিটে ফের গোল ডুয়ের। এই গোলের পরই পিএসজির খেতাব জয় নিশ্চিত হয়ে যায়। তবে অপ্রতিরোধ্য প্যারিসের কাছে মিলানের নাস্তানাবুদ হওয়া তখনও বাকি ছিল। ৭৩ মিনিটে কভারাতস্কহেলিয়া ৪–০ করেন। ম্যাচ ততক্ষণে মিলানের হাতের বাইরে। পুরো দলটাই তখন বিধ্বস্ত। ৮৬ মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়ালেন পরিবর্ত হিসেবে নামা মায়ুলু। শেষ পর্যন্ত পাঁচ গোলেই থামে পিএসজি। ঠিক ৯০ মিনিটে রেফারি ম্যাচ শেষের বাঁশি বাজাতেই আনন্দের স্রোতে ভেসে যায় ফরাসি ব্রিগেড। ১৯৯৩ সালে মিউনিখেরই অলিম্পিক স্টেডিয়ামে প্রথম ফরাসি ক্লাব হিসেবে মার্সেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছিল। সে–বছর তাদের বিপক্ষে ছিল এসি মিলান। ৩২ বছর পর দ্বিতীয় ফরাসি ক্লাব হিসেবে মিলানেরই আরেক দলকে হারিয়ে ইতিহাস গড়ল পিএসজি।

এমবাপেদের অভিনন্দন

আজকালের প্রতিবেদন: ইন্টার মিলানকে মাটি ধরিয়ে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছে প্যারিস সাঁ জাঁ। উৎসবে মশগুল ফুটবলার, কোচ, কর্তা থেকে শুরু করে প্যারিসের আমজনতা। এই খুশির দিনে ক্লাবের দুই প্রাক্তনীর তরফ থেকে এল অভিনন্দন। প্রথমজন কিলিয়ান এমবাপে, যিনি মরশুমের শুরুতেই পিএসজি ছেড়ে রিয়েল মাদ্রিদে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, 'অবশেষে সেই দিন এল। জয়ের জন্য পিএসজি–কে অভিনন্দন।' দ্বিতীয়জন নেইমার, অল্প শব্দেই কাজ সেরেছেন। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে পাঁচটি হাততালির ইমোজি দিয়ে লিখেছেন, 'অভিনন্দন পিএসজি।'

ডুয়ে 'অবসর' চেয়েছিলেন এগারোতেই!

আজকালের প্রতিবেদন

গোড়ালির ছোট্ট টোকায় হোক বা মসৃণ ড্রিবলিংয়ে, ম্যাচের শুরু থেকে ইন্টার মিলানের নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছিলেন তিনি। দুই প্রান্তেই সাবলীল। দু'পায়ে যেমন রয়েছে দূরপাল্লার শট, তেমনই নিখুঁত পাসিং। মাঠে তাঁর নড়াচড়া দেখে কে বলবে, প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে খেলতে নেমেছেন ডেজিরে ডুয়ে। ইওরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলে অন্যতম সেরা রক্ষণভাগকে সাদামাঠা বানিয়ে ছাড়লেন উনিশের তরুণ। বিশ্ব ফুটবলে লামিন ইয়ামালকে নিয়ে হইচইয়ের মাঝে মিউনিখে জন্ম নতুন তারার। একাধিক নজিরও গড়লেন। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে গোল ও অ্যাসিস্টে নবীনতম ফুটবলার হলেন ডুয়ে (১৯ বছর ১১ মাস ২৮ দিন)। আবার ফাইনালে নবীনতম গোলদাতাদের তালিকায় চতুর্থ স্থানে তিনি।

ডুয়ের মতো প্রতিভা অকালেই হারিয়ে যেতে বসেছিল। ৬ বছর বয়সে রেনেসের যুব অ্যাকাডেমিতে অনুশীলন শুরু। তাদের অনূর্ধ্ব ১১ দলে খেলার সময় ফুটবল ছাড়ার সিদ্ধান্ত প্রায় নিয়ে ফেলেছিল ডুয়ে। এই নিয়ে সম্প্রতি তাঁর বাবা বলেছিলেন, 'ও আক্রমণভাগে খেলতে ভালবাসে। তবে রেনেসের অনূর্ধ্ব ১১ দলের কোচ ওকে রক্ষণে খেলাত। এতে ওর অনীহা তৈরি হয়। ফুটবল ছাড়ার কথাও বলেছিল। কিন্তু আমরা ওকে ধৈর্য্য ধরতে বলি। ধৈর্য ধরেছে বলেই নিজেকে মেলে ধরতে পারছে।'

নেইমার ২.০। ডুয়ের প্লেয়িং স্টাইল দেখে অনেকেই তাঁকে এই তকমা দিচ্ছেন। নেইমার–ভক্ত এই ফরাসি ফরোয়ার্ডও সম্প্রতি বলেছেন, 'নিজস্ব ভঙ্গিতে নেইমারের স্কিল অনুকরণ করার চেষ্টা করি।' ডুয়ের দাদা গুয়েলাও পেশাদার ফুটবলার। বাবা আইভরি কোস্টের। মা ফ্রান্সের। তাই দ্বৈত নাগরিকত্ব রয়েছে। দাদা আইভরি কোস্টের জাতীয় দলের হয়ে খেলছেন। ভাই ডুয়ে অবশ্য ফ্রান্সের হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

গত গ্রীষ্মকালীন ট্রান্সফার উইন্ডোতে রেনেস থেকে ডুয়েকে পেতে ঝাঁপিয়েছিল বায়ার্ন মিউনিখ। তাদের প্রস্তাবিত অর্থের চেয়ে কম বেতনে পিএসজিতে খেলতে রাজি হন তিনি। প্যারিস অলিম্পিকে রুপোজয়ী ফরাসি দলের সদস্যকে নিয়ে লুই এনরিকে তাড়াহুড়ো করেননি। গত ডিসেম্বর থেকে তাঁকে নিয়মিতভাবে খেলাতে থাকেন কোচ। লিগ ওয়ানে ৩১ ম্যাচে ৬ গোল ও ৮ অ্যাসিস্টে সুযোগ কাজে লাগান ডুয়ে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ১৬ ম্যাচে ৪ গোল ও ৪ অ্যাসিস্ট।

'স্বপ্ন সত্যি হওয়ার রাত। অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।' কথাগুলো ডুয়ের। কয়েকমাস আগে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলা যাঁর কাছে স্বপ্ন ছিল, তিনিই কিনা ফাইনালের নায়ক! এই জন্যই ফুটবল 'দ্য বিউটিফুল গেম'।

(ট্রফি নিয়ে পোজ ডুয়ের। ছবি: এএফপি)

শানাকে বাঁচিয়ে রাখলেন এনরিকে

> আমার মেয়ে সশরীরে মাঠে হাজির না থাকলেও মানসিকভাবে আশেপাশেই থাকবে

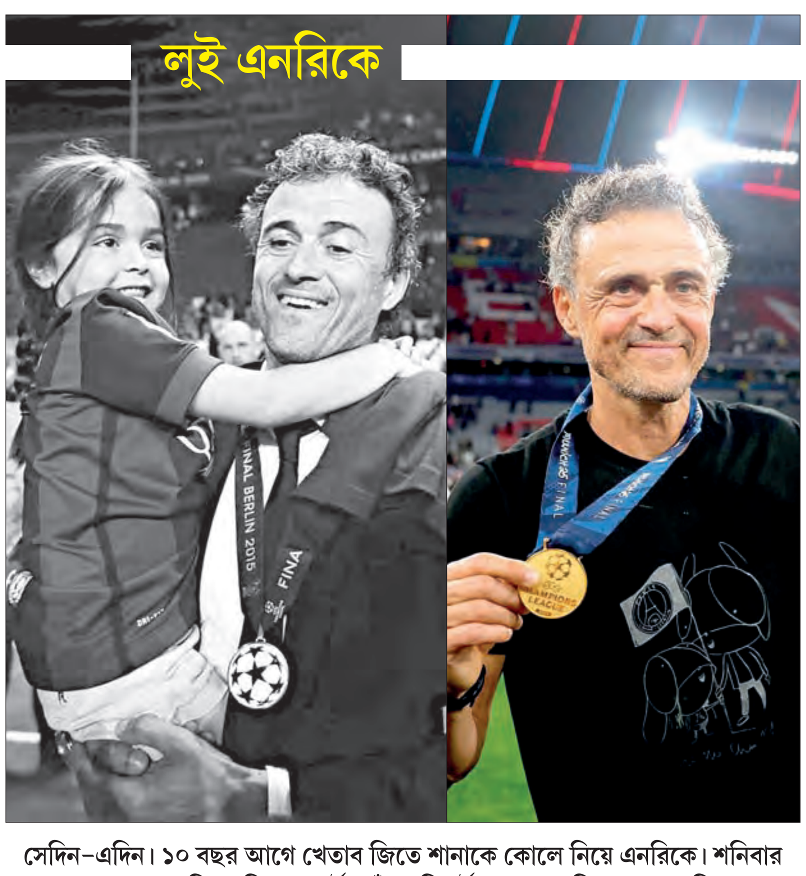

সেদিন–এদিন। ১০ বছর আগে খেতাব জিতে শানাকে কোলে নিয়ে এনরিকে। শনিবার প্রয়াত কন্যার স্মৃতিতে বিশেষ কার্টুন আঁকা টিশার্ট গায়ে স্প্যানিশ কোচ। ছবি: এক্স

আজকালের প্রতিবেদন

দশ বছর পর আবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নায়ক লুই এনরিকে। তাঁর বর্তমান ক্লাব পিএসজি–কে প্রথমবার এনে দিলেন ইওরোপ সেরার খেতাব। তবে দশ বছর আগে এমন একটি ফাইনাল জেতার পর যেভাবে নিজের ৫ বছরের কন্যাকে নিয়ে উচ্ছ্বাসে মেতেছিলেন, এবার আর সেই সুযোগ পেলেন না এই স্প্যানিশ কোচ। কারণ, তাঁর মেয়ে তো আর এই দুনিয়ার বাসিন্দাই নয়। ছয় বছর আগে, ২০১৯ সালে হাড়ের ক্যান্সার এই পৃথিবী থেকে, বাবার কোল থেকে কেড়ে নিয়েছে ৯ বছরের শানাকে। তবু এনরিকে মনে করেন, শানা তাঁর আশেপাশেই আছে। তাই ফাইনাল ম্যাচের আগে তিনি বলেছিলেন, 'আমার মেয়ে সশরীরে মাঠে হাজির না থাকলেও মানসিকভাবে আশেপাশেই থাকবে। ওর জন্যই এই ম্যাচটি আমার কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।'

২০১৫ সালে এনরিকের কোচিংয়ে একই মরশুমে লা লিগা, কোপা ডেল রে ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতে বার্সিলোনা। মেসিদের ত্রিমুকুট জয়ের নেপথ্যে থাকা মানুষটি সেদিন ম্যাচ শেষের পর ছোট্ট শানাকে কখনও কাঁধে চড়িয়ে, কখনও পাশে নিয়ে মাঠের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ছুটে বেড়িয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, বিজয়কেতন ওড়ানোর ভঙ্গিতে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে মাঠের সেন্টার সার্কেলে পুঁতে দিয়েছিলেন বার্সার পতাকা। শনি–রাতে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সেই ছবি এতদিন পরে আবার ছড়িয়ে গেল ফুটবল দুনিয়ার নানা প্রান্তে। এবারও তেমন কিছু করতে পারতেন এনরিকে। কিন্তু সেই সুযোগ পেলেন না। তবে এদিন শানাকে নিজের সঙ্গে রাখতে চেয়ে তাঁর কার্টুন আঁকা একটি টিশার্ট পরেছিলেন এনরিকে। কোচিং কেরিয়ারের দ্বিতীয় চ্যাম্পিয়ন্স লিগটিও উৎসর্গ করলেন প্রয়াত মেয়েকে। পিএসজিই চ্যাম্পিয়ন হবে, এমনটা ভেবে যেন তৈরি হয়েই মিউনিখে খেলা দেখতে এসেছিলেন সমর্থকরা। তাই পুরস্কার বিতরণী–সহ সমস্ত অনুষ্ঠানের শেষে কোচকে বিশেষ উপহার দিলেন তাঁরা। এনরিকে ও শানাকে নিয়ে একটি সুন্দর টিফো গ্যালারিতে ঝুলিয়ে দেন সমর্থকরা। যা দেখে ক্ষণিকের জন্য আবেগবিহ্বল হয়ে পড়েন এনরিকে। চোখ ভিজেছে সমর্থকদেরও। পরে সেই সমর্থকদের ধন্যবাদও জানান পিএসজি কোচ।

উল্লেখ্য, শনিবার রাতে পিএসজি–কে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতানোর পরই ইতিহাসে নাম লেখালেন এনরিকে। ক্লাব ফুটবলে তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তি, যিনি দু'বার ইওরোপীয় ফুটবলে ত্রিমুকুট জিতলেন, আলাদা দুটি ক্লাবের হয়ে। প্রথমজন পেপ গুয়ারদিওলা।

আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

Aadhar Housing Finance Ltd

কর্পোরেট অফিস: ৮০২, নটরাজ বাই রুস্তমজি, ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়ে, স্যার এম ভি রোড, আন্ধেরি ইস্ট, মুম্বই– ৪০০০৬৯, মহারাষ্ট্র

ব্যারাকপুর ব্রাঞ্চ অফিস: ২ নং ফ্লোর, ১৯০/২, বারাসত রোড, ব্যারাকপুর, কলকাতা–৭০০১২২, পশ্চিমবঙ্গ, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা

দখল বিজ্ঞপ্তি [পরিশিষ্ট–IV] (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (এএইচএফএল)–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর প্রতি কোম্পানির অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে দাবি বিজ্ঞপ্তি(সমূহ) জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল। উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৪) নং উপধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। এতদ্দ্বারা উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থান মোতাবেক প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে। বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও লেনদেন নীচে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক ও তদুপরি সুদ সমেত এএইচএফএল–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

ক্রম নং	ব্রাঞ্চের নাম / ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ) এর নাম	সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ (স্থাবর সম্পত্তি)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং দাবিকৃত অর্থাঙ্ক	দখলের তারিখ
১.	[লোন কোড: ০৬২০০০০০২২১, ব্যারাকপুর ব্রাঞ্চ] রতন মিস্ত্রি **(ঋণগ্রহীতা)** শিউলি বালা **(সহ–ঋণগ্রহীতা ১)**	সামান্য কমবেশি ৩ কাঠা জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, মৌজা পুর্বনারায়ণপুর, জে এল নং ১০৮, রে সা নং ১৮৩, তৌজি নং ২১৫৮ বর্তমান ১৪, আর এস এবং এল আর দাগ নং ২৫৪৭, সি এস খতিয়ান নং ৫৮৬, আর এস খতিয়ান নং ১০১৪, এল আর খতিয়ান নং ১৭৬, হোল্ডিং নং ৭৬৩৩, থানা হাবড়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। চৌহদ্দি: পূর্বে: দুলাল বাবুর জমি, পশ্চিমে: লালন বড়ালের জমি, উত্তরে: চিত্ত মঙ্গলির জমি, দক্ষিণে: ৬ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ।	১৩ ডিসেম্বর, ২০২২ ₹ ৭৯২৬৩৫/–	৩০ মে, ২০২৫

স্থান: ব্যারাকপুর, তারিখ: ০২.০৬.২০২৫ — **অনুমোদিত আধিকারিক, আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড**

গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

GRIHUM

(আগে পরিচিত ছিল পুনাওয়ালা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড নামে)

রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর ৬, বি বিল্ডিং, গঙ্গা ট্রুনো, লোহেগাঁও, পুনে, মহারাষ্ট্র ৪১১০১৪
ব্রাঞ্চ অফিস ইউনিট: ফ্লোর নং ৫, পারমার হাউস, পি–৪, ডবসন লেন, ওয়ার্ড নং ১৪, নিউ হাওড়া ব্রিজ অ্যাপ্রোচ রোড, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭১১১০১

ই–নিলাম–বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
সারফায়েসি অ্যাক্টের অধীনে সুরক্ষিত স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রয়

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮ ও ৯–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ ('অ্যাক্ট') অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, **গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (আগে পরিচিত ছিল পুনাওয়ালা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড নামে, যেহেতু ১৭ নভেম্বর, ২০২৩ থেকে বলবৎক্রমে পুনাওয়ালা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড–এর নাম পরিবর্তিত হয়ে গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড হয়েছে) [তারও আগে পরিচিত ছিল ম্যাগমা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড নামে এবং প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠার সময় নাম ছিল জিই মানি হাউজিং ফিনান্স পাবলিক আনলিমিটেড কোম্পানি]** (উক্ত অ্যাক্ট অনুসারে এখানে এর পরে 'সুরক্ষিত ঋণদাতা' হিসেবে উল্লিখিত)–এর কাছে বন্ধক রাখা নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮ ও ৯–সহ পঠনীয় সারফায়েসি অ্যাক্টের ১৩(১২) ধারাধীনে সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক উক্ত অ্যাক্টের ১৩(২) ধারাধীনে জারিকৃত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে দখল নিয়েছেন।
সুরক্ষিত এই পরিসম্পদগুলি **০৩.০৭.২০২৫** তারিখে 'যেখানে আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে **ই–নিলামের মাধ্যমে** বিক্রি করা হবে। এতদ্দ্বারা জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে, **https://www.bankeauctions.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ্য নিলাম পরিচালিত হবে। **বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য, অনুগ্রহপূর্বক জিএইচএফএল/ সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.grihumhousing.com** দেখুন।

ক্রম নং	প্রোপোজাল নম্বর গ্রাহকের নাম {A}	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং বকেয়া অর্থাঙ্ক {B}	দখলের প্রকৃতি {C}	সম্পত্তির বিবরণ {D}	সংরক্ষণ মূল্য {E}	ইএমডি (সংরক্ষণ মূল্যের ১০%) {F}	ইএমডি জমার শেষ তারিখ {G}	বিড বাড়ানোর মূল্য {H}	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময় {I}	নিলামের তারিখ ও সময় {J}	জানা দায়/ আদালতের মামলা (যদি থাকে) {K}
১	লোন অ্যাকাউন্ট নং: HF0264H21100081 আবু তালেব মণ্ডল (ঋণগ্রহীতা) মোসলেমা বিবি	**নোটিসের তারিখ: ০৭.০৮.২০২৪ মোট বকেয়া: ₹১০,৫০,২১৪.০০** (দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দুশো চোদ্দ টাকা মাত্র), ০৭.০৮.২০২৪ অনুযায়ী প্রদেয় + আদায়ের তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ১৬% হারে সুদ	বাস্তবিক	উপরিস্থিত কাঠামো সমেত সামান্য কমবেশি ২ কাঠা ১২ ছটাক জমির প্লটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: অংশবিশেষে আর এস দাগ নং ২৮, আর এস খতিয়ান নং ১১১, জে এল নং ১৮, তৌজি নং ২৮২৬, মৌজা– চক কৃষ্ণনগর, থানা– মহেশতলা, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা। বর্তমানে এরূপে পরিচিত ও নম্বরযুক্ত: মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং বি৩–১৬১/ডি/নিউ, বারুদপাড়া রোড (ট্যাক্স রসিদ অনুযায়ী), পুর ওয়ার্ড নং ২২, বর্তমান ওয়ার্ড নং ২৯, মহেশতলা পুরসভা, সম্পাদিত বিক্রয় দলিলে বিশদে বর্ণিতমতো। উক্ত প্লটের চৌহদ্দি: উত্তর– ৬ ফুট চওড়া যৌথ পরিসর; দক্ষিণ– দাগ নং ২৭ সংবলিত জমি; পূর্ব– দাগ নং ২৮ সংবলিত জমির অংশ; পশ্চিম– দাগ নং ২৮ সংবলিত জমির অংশ এবং ৬ ফুট চওড়া যৌথ পরিসর।	₹ ২১,০০,২২৮.০০ (একুশ লক্ষ দুশো আঠাশ টাকা মাত্র)	₹ ২,১০,০২২.৮০ (দুই লক্ষ দশ হাজার বাইশ টাকা এবং আশি পয়সা মাত্র)	৩০.০৬.২০২৫ বিকেল ৫টার মধ্যে	₹ ১০,০০০.০০	২৩.০৬.২০২৫ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা)	০৩.০৭.২০২৫ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো)	শূন্য

নিজেদের বিড জমা দেওয়ার আগে পিএইচএফএল ব্রাঞ্চে এসে নিলামে তোলা সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন করে নিজস্ব অনুসন্ধান চালিয়ে সম্পত্তি সংক্রান্ত অতিরিক্ত চার্জ, দায়ভার ও অন্যান্য তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ সম্পর্কে জেনে নিজে সন্তুষ্ট হয়ে নেওয়ার জন্য আগ্রহী বিডার/ক্রেতাদের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সম্পত্তির ওপর নির্ধারিত সম্পত্তি কর, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল/জল কর ও অন্যান্য বিধিবদ্ধ বকেয়া সফল বিডারকেই প্রদান করতে হবে।
যথেষ্ট সময় হাতে থাকতেই সম্পর্কিত পোর্টালে আগ্রহী বিডারদের নাম রেজিস্টার করিয়ে নিতে হবে এবং ই–বিডিংয়ের জন্য বাধ্যতামূলক লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড নিলামের সার্ভিস প্রোভাইডার সি১ ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ, ঠিকানা: প্লট নং ৬৮, থার্ড ফ্লোর (চতুর্থ তল), গুড়গাঁও, হরিয়ানা–১২২০০৩, হেল্পলাইন নম্বর: ৭২৯১৯৮১১২৪, ২৫, ২৬, সাপোর্ট ই–মেল আইডি: Support@bankeauctions.com, **যোগাযোগের ব্যক্তি: ধরণী পি, ই–মেল আইডি: dharani.p@c1india.com, যোগাযোগের নম্বর: ৯৯৪৮১৮২২২২**–এর থেকে সংগ্রহ করে নিতে হবে। অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, আগ্রহী বিডাররা কেবলমাত্র এঁদের থেকেই ই–নিলামের অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। **৩০.০৬.২০২৫ বা তার আগে** আগ্রহী ক্রেতা/বিডাররা বায়না অর্থাঙ্ক (ইএমডি) যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত বা তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্ক থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস/ডিডি রূপে 'Grihum Housing Finance Ltd.' (ব্যাঙ্কের নাম: আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড; অ্যাকাউন্ট নম্বর: 000651000460; আইএফএস কোড: ICIC0000006, ২০, আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা–৭০০০০১)–এর অনুকূলে জমা দিয়ে **https://www.bankeauctions.com** ওয়েবসাইটে নিজেদের নাম রেজিস্টার করবেন এবং সার্ভিস প্রোভাইডারের থেকে বিনামূল্যে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করে নেবেন। **ওপরে লেখা ওয়েবসাইটে নিজেদের নাম রেজিস্ট্রেশনের পরে আগ্রহী ক্রেতা/বিডাররা নিম্নলিখিত আপলোড করা নথিগুলি ই–মেলের মাধ্যমে প্রেরণ করবেন এবং এগুলির স্ব–স্বাক্ষরিত মুদ্রিত প্রতিলিপি জমা দেবেন এই ঠিকানায়: ফ্লোর নং ৫, পারমার হাউস, পি–৪, ডবসন লেন, ওয়ার্ড নং ১৪, নিউ হাওড়া ব্রিজ অ্যাপ্রোচ রোড, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭১১১০১; মোবাইল নম্বর: +৯১ ৯৬৫৭৪৪৩০৭৩, ই–মেল আইডি: rohan.savala@grihumhousing.com।** শর্ত ও নিয়মাবলি বিশদে জানতে এবং ই–নিলামে অংশ নিতে অনুগ্রহপূর্বক **https://www.bankeauctions.com এবং www.grihumhousing.com** দেখুন।
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) অধীনে সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এই নোটিসটি ৩০ দিনের নোটিস হিসেবেও বিবেচনা করতে হবে

তারিখ: ০২.০৬.২০২৫; স্থান: কলকাতা — **স্বাঃ– অনুমোদিত আধিকারিক, গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (আগে পরিচিত ছিল পুনাওয়ালা হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড নামে)**